রমিজ নীতির অষ্টম বৈশিষ্ট্য

মানবের প্রতি স্রষ্টার তরফ হইতে
আদেশ, ঈশারা ও ইঙ্গিত স্বরূপ স্বপ্ন সাধন

মানুষ ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্ন দেখলে ইহা সম্বন্ধে প্রচলিতভাবে কথিত আছে যে, স্বপ্ন শয়তানে দেখায় বা শয়তানের তরফ থেকে আসে। ইহা একটি গুজব মাত্র। এ জাতীয় গুজব বহুকাল পূর্ব হতেই চলে আসছে। ক্রমে ক্রমে মানুষ বিদ্যা-শিক্ষা অর্জন করছে এবং সকল বিষয়েই মানুষের চেতনা বাড়ছে। এমন এক সময় ছিল যখন কোরআন, হাদীস ইত্যাদি ধর্মীয় গ্রন্থগুলোর বাংলায় অনুবাদ ছিলনা। সামান্য আরবী পড়ুয়া মানুষ অন্য মানুষকে যা বুঝাতো তাই বুঝতো। এর পরও হাদীস-কোরআনের বঙ্গানুবাদ পড়ে অল্পশিক্ষিত তথাকথিত মৌলভী সাহেবগণ বাড়ি বাড়ি মিলাদ পড়তেন এবং আঞ্চলিক ভাষায় মনগড়া মতে অথবা ভাব প্রবণতায় ইসলামের কথা প্রচার করতেন। উক্ত মৌলভী সাহেবদের

ছেলেরাও, শিক্ষা-দীক্ষা থাকুক আর না-ই বা থাকুক, বিভিন্ন স্থানে মৌলভী বা মোল্লা নাম ধারণ করে ধর্মীয় কথা প্রচার করতেন। হাদীস কোরআনের অর্থ একজনের কাছে শুনে আরেকজনের কাছে বলতো। এভাবেই বিষয়বস্তু একজন থেকে আরেকজন পর্যন্ত জনান্তর হতো। শেষ পর্যন্ত বিষয়বস্তুর মূল অর্থ অন্য রকম হয়ে যেতো। এমনকি অর্থ বিপরীত হওয়াও অস্বাভাবিক কিছু ছিলোনা।

কিন্তু বর্তমান চেতনার যুগে আমরা সবাই ধর্মীয় পুস্তকের বঙ্গানুবাদ থেকে হাদীস শরীফ ও কোরআন শরীফের মূলভাব বুঝার চেষ্টা করতে পারি এবং অন্ততঃপক্ষে নিজকে নিজে বুঝাতে পারি।

স্বপ্ন শুধু শয়তানেই দেখায়-একথা বলে কোন মৌলভী সাহেব এখন আর শিক্ষিত লোকদের কাছে স্থান পাবেন না।

সহীহ্ বোখারী শরীফ (সকল খণ্ড একত্রে) সম্পাদনা ও বাংলা অনুবাদ মুহাম্মদ শাহ্জাহান খান,প্রকাশক মোহাম্মদ জুবায়েদ তালুকদার (জনি), দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০০৬ইং। প্রাপ্তিস্থান তাহের পাবলিকেশন, বিশাল কমপ্লেক্স, বাংলা বাজার, ঢাকা।

উক্ত বোখারী শরীফের আটাশতম অধ্যায় স্বপ্নের তাবীর আলোচনা পর্ব।

"নেক্কার লোকের স্বপ্ন নবুয়তের অংশ"

৩৪২৪। হাদীস ঃ হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত নবী করিম (সঃ) বলেছেন, নেক্কার লোকের উত্তম স্বপ্ন নবুয়তের ছেচলিশ ভাগের একভাগ।

"ভাল স্বপ্ন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হয়"

৩৪২৫। হাদীস ঃ হযরত আবু কাতাদা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত নবী করিম (স.) বলেছেন, ভাল স্বপ্ন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আর খারাপ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে।

এ রকম আরো হাদীস বর্ণিত আছে।

উক্ত হাদীস মোতাবেক বলা যায় যে, যারা নেক্‌কার অর্থাৎ যারা ভাল কাজ, ভাল ধর্ম-কর্ম করেন তাঁরা আল্লাহ্‌র তরফ হতে স্বপ্ন পেয়ে থাকেন এবং ভাল লোকদের উত্তম স্বপ্ন নবুয়্যতের ছেচলিশ ভাগের এক ভাগ।

সুতরাং, এ জাতীয় স্বপ্ন পাওয়া ইসলাম সমর্থিত।

সনাতন ধর্ম মতে উক্ত স্বপ্নকে **দৈববাণী** বলা হয়। তাদের শাস্ত্রমতে স্বপ্ন বা **দৈববাণী স্বর্গধাম** হতে মণি ঋষিদের কাছে আগত হয়। *ধ্যানের মাধ্যমেও দৈববাণী পাওয়া যায়।*

এবার খারাপ স্বপ্ন সম্বন্ধে হাদীস গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, ইহা শয়তানে দেখায়। অর্থাৎ *খারাপ স্বপ্ন শয়তান হতে প্রাপ্ত।*

দেহের রিপু ও ইন্দ্রিয়াদি মানুষের কুকর্মের জন্য দায়ী। যারা সর্বদা অসৎ ও কুকর্মে জড়িত থাকে তাদের মন মানসিকতা এভাবেই গঠিত হয়। তাদের চিন্তা-ভাবনা এগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। *যারা অবৈধ ব্যবসা, অবৈধ কর্ম, ঘুষ, রাহাজানি, চুরি, ডাকাতি, হাইজ্যাক, অপহরণ ইত্যাদিতে লিপ্ত তারা ঘুমন্ত অবস্থায়ও এ সমস্ত অপকর্মই দেখে থাকে।*

ঐরূপ অবৈধ কর্মকান্ড যাদের ভাবনা চিন্তার খোরাক তারাতো রাত্রে ঘুমের মাঝে ইহাই দেখা স্বাভাবিক। যার যেই স্বভাব সে সেই স্বভাব মতেই স্বপ্ন দেখবে।

ভাল মন্দের বিচার বিশ্লেষণ করতঃ ইহাই বলা যায় যে, উত্তম কর্ম দ্বারা উত্তম স্বপ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং খারাপ কর্ম দ্বারা খারাপ স্বপ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায়।

স্বপ্ন কিভাবে মানব মস্তিস্কে আসে তাহা এ পর্যন্ত কোন বিজ্ঞানী বা দার্শনিক বল্‌তে পারেন নাই। *এগুলো সম্পূর্ণ নৈসর্গিক বিষয়াবলী।*

তবে একটি জিনিস নিয়ে অত্যন্ত ভাবনা, ধ্যান বা চিন্তার বিষয় যে, ঘুমন্ত অবস্থায় প্রায়ই দেখা যায় আমরা হাত দ্বারা অনেক কিছু করি, পা দ্বারা হাটা হাটি বা দৌড়া দৌড়ি করি, চোখ দ্বারা অনেক কিছু দেখি, কর্ণ

দ্বারা অনেক কিছু শুনি, যানবাহন দ্বারা বিভিন্ন স্থানে গমনাগমন করি। কিন্তু ঘুম ভাঙ্গলে বস্তুত দেখা যায় যে, ঘুমে যাওয়ার পূর্বক্ষণে যেখানে যেভাবে ছিলাম সেখানে সে অবস্থায়ই আছি। হাত-পা, নাক-কান, চোখ-মুখ ইত্যাদি ঘুমন্ত অবস্থায় যা করেছে বলে দেখেছি মূলতঃ তা কিছুই করে নাই। ইহারা প্রত্যেকটি বিশ্রামে ছিল।

কৌতুহলের বিষয় এই যে, ঘুমন্ত অবস্থায় যাহা কিছু করেছি বা দেখেছি তা সবই মনে আছে। এখানে এক প্রকার স্মৃতিশক্তিও কাজ করেছে। অনেক স্বপ্ন আছে বহুদিন এমনকি আজীবন মনে থাকে এবং আমাদের স্মৃতিশক্তি স্বপ্নের সবকিছু ধরে রাখতে পারে।

তাহলে স্বপ্নের ঐ হাত, পা, চোখ, কান, নাক ইত্যাদিগুলো কি ? এবং কোথা হতে এলো ? যেহেতু ইহাদের কর্মকান্ডের সবই আমাদের স্মৃতিশক্তিতে আছে, সেহেতু এগুলোওতো এক ধরণের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক বা ইন্দ্রিয় সমূহ যাহা জাগ্রত অবস্থায় আমাদের দেহাস্থিত ইন্দ্রিয়াদির মত দেখা যায় না। কিন্তু আমাদের স্মৃতিতে অক্ষয় অব্যয় অবস্থায় আছে।

তবে এগুলো আমাদের দেহাস্থিত ইন্দ্রিয় হতে অনেক প্রবল, অনেক শক্তিশালী, অনেক স্মৃতি বহনকারী দেহের ইন্দ্রিয় সমূহ নষ্ট বা অকেজো হতে পারে, বিকৃত হতে পারে, কার্যক্ষম নাও থাকতে পারে। কিন্তু উক্ত ইন্দ্রিয়গুলি কোন সময়ই নষ্ট, বিকৃত, অকার্যকর হতে পারে না।

গুরু রমিজ তাই ঐ গুরুত্বপূর্ণ ইন্দ্রিয়গুলোকে অতীন্দ্রিয় নামে অভিহিত করেছেন। অতীন্দ্রিয়ের প্রভাবেই মানুষ, নিজ নিজ কর্ম অনুযায়ী ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্ন পেয়ে থাকে। এ সমস্ত স্বপ্ন বিশেষ অর্থ বহন করে। *আধ্যাত্মিক জগতে যারা স্বপ্ন বিশারদ তাঁরাই পারেন স্বপ্নের বিশ্লেষণ দিতে।*

সূফী সাধকগণ অতীন্দ্রিয়বাদে বিশ্বাসী। তারা স্রষ্টা ও সৃষ্টি বিষয়ে তাঁর নিগুঢ় রহস্য মরমে মরমে বা মর্মে মর্মে অনুভব করতঃ ধ্যান যোগে

স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ করার সাধনা করেন। তাহাদিগকে মরমীয়া সাধকও বলা হয়। অতীন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সূফী সাধক বা মরমীয়া সাধকগণ স্রষ্টা ও সৃষ্টির নিগুঢ় রহস্য বা নিগুঢ় তত্ত্ব উপলব্ধি করার চেষ্টায় রত থাকেন।

আধ্যাত্মিক সাধনার মহান মহর্ষিদের জন্য স্রষ্টার সাথে যোগাযোগের সরাসরি মাধ্যম হচ্ছে অতীন্দ্রিয় *মনন ও ধ্যান যোগে অতীন্দ্রিয় যোগ হয়*। এ অতীন্দ্রিয় যোগের দ্বারা যুগে যুগে মহামানব, অবতার, নবী, রাসূলগণ ঐশ্বরিক বাণী লাভ করতেন। বাণীর সমাহারে মানব কল্যাণে ধর্মীয় পুস্তক আকারে মানব সমাজে প্রচারিত হয়েছে।

গুরু রমিজ প্রবল অতীন্দ্রিয়বাদী ছিলেন এবং তিনি একজন স্বপ্ন বিশারদ ও স্বপ্ন তত্ত্ববিদ ছিলেন। স্বপ্নের মাধ্যমেই স্রষ্টা মানুষের ভাল মন্দ কর্মফল, আধ্যাত্মিক, জাগতিক ও পারমার্থিক চলার পথ দেখিয়ে দেন। স্বপ্ন বিশ্লেষণ পূর্বক মানুষ শুদ্ধ পথে চলতে পারে। স্বপ্নের বিশ্লেষণ নিয়ে আলোচনাকালে গুরু রমিজ বলেছেন "দিনের বেলায় অথবা রাত্রে জাগ্রত অবস্থায় তোমরা যাহা চিন্তা বা কল্পনা কর ঘুমের ঘোরে তাহাই দেখিতে পাও। কিন্তু স্বপ্নে যাহা দেখ তাহার ফল প্রায়ই তেমন হয় না। তাহার কারণ, তোমরা স্বপ্নের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পার না বলিয়া আবল তাবল বকাবকি কর"। জৈন শাস্ত্রের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন-

"প্রথম স্বপ্নেতে হয় বাণী ও দর্শন
যেভাবে স্বভাবে স্বপ্নে তাহা উদ্দীপন,
জানিয়া গুরুর কাছে বুঝিয়া তখন
ক্রমে ক্রমে যোগ পথে কর আরোহণ"

অর্থাৎ "তোমরা যেমন স্বভাব ধারণ করে আছ ও যেই রূপ কর্মকান্ড করতে অভ্যস্ত স্রষ্টা তাহার ভিতর দিয়া সেই ভাবেই তোমাদের ভাল মন্দের খবর দিয়া থাকেন। যদি বুঝিতে না পার তবে সদ্‌গুরুর নিকট সম্যক অবগত হইয়া সাধনার উচ্চস্তরে গমন কর"।

পৃথিবীতে যত নবী-রাসূল, মহামানব, অবতার, অলি, ঋষি, যোগী মানব কল্যাণে এসেছেন সবাই ধ্যান ও যোগের মাধ্যমে অতীন্দ্রিয় দ্বারা আপনাআপনি অতীন্দ্রিয় জ্ঞান (Ethereal Knowledge) অর্জন করতঃ উক্ত জ্ঞানশক্তি সঞ্চারণ, বিকিরণ ও আকর্ষণের কাজে লাগিয়ে স্রষ্টার প্রেমাকর্ষণ সৃষ্টি করে তাঁর সান্নিধ্য লাভ করেছেন। *গুরু রমিজের মতে ইহাই সৃষ্টি ও স্রষ্টার সাথে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম।*

গুরু রমিজ স্বপ্ন প্রেরণ ও স্বপ্ন প্রাপ্তি এ দুটো সাধনাই করতেন।

আমাদের নবী হযরত মোহাম্মদ (স.) এর নিকট স্রষ্টার তরফ হতে কোরআন নাজিল হওয়ার কয়েকটি মাধ্যমের মধ্যে স্বপ্ন একটি উল্লেখ-যোগ্য মাধ্যম।

বোখারী শরীফ (সকল খণ্ড একত্রে), প্রকাশক মোহাম্মদ জুবায়েদ তালুকদার (জনি), দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০০৬ ইং মতে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর প্রতি অবতীর্ণ প্রথম অহী: ৩। হাদীস ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, সর্বপ্রথম হযরত রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর নিকট অহীর সূচনা হয় ঘুমের মধ্যে স্বপ্নের আকারে। স্বপ্নে তিনি যা দেখতেন তা-ই দিবালোকের মত তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে যেত। কিছুকাল এ অবস্থা চলার পর আপনা থেকেই তাঁর মন লোকালয় থেকে সংস্রবহীন নির্জনে থাকার প্রেরণার সৃষ্টি হয়। তিনি মক্কানগরী থেকে তিন মাইল দূরে হেরা নামক পর্বত গুহায় নির্জনে বসে ধ্যান করতে লাগলেন। তিনি পানাহারের জন্য প্রতিদিন বাড়ি এসে সামান্য কিছু খাদ্য সামগ্রী নিয়ে যেতেন এবং সেখানে একাদিক্রমে অনেক রাত ইবাদত বন্দেগীতে কাটিয়ে দিতেন। কিছুদিন পর হযরত খাদিজা (রাঃ) এর সাথে দেখা করার জন্য বাড়ি আসতেন। পুনঃরায় কিছু পানাহার সামগ্রী নিয়ে একাধারে ইবাদত বন্দেগীতে রত হওয়ার জন্য হেরা পর্বতের গুহায় গমন করতেন।

এভাবে হেরা পর্বতের গুহায় আল্লাহ্‌র ধ্যানে মগ্ন থাকা অবস্থায় হঠাৎ একদিন তাঁর নিকট সত্য আগমন করে। অর্থাৎ মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ফেরেশ্‌তা হযরত জিব্রাঈল (আঃ) ওহী নিয়ে হযরত রাসূল (সঃ)

এর সামনে উপস্থিত হয়ে বলেন "ইকরা" (হে-নবী) "আপনি পড়ুন"। পাঠ করুন আপনার প্রভুর নামে যিনি আপনার সৃষ্টিকর্তা। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট রক্তপিন্ড হতে। পাঠ করুন আপনার প্রভু অতি মহান।

উক্ত হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ***স্বপ্নের মাধ্যমে প্রথম কোরআন নাজিল আরম্ভ হয় এবং ইহাও প্রতীয়মান হয় যে, স্রষ্টার সাথে যোগাযোগের একটি অতি উত্তম মাধ্যম হলো স্বপ্ন।***

সূফী সাধকগণ যেমন স্বপ্নে বিশ্বাসী বা অতীন্দ্রয়বাদী তেমনি গুরু রমিজও অতীন্দ্রিয়বাদী ছিলেন। স্বপ্ন বা দৈববাণীকে রমিজ আধ্যাত্মিক হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করতেন। তাই তিনি সনাতন ধর্মের অনুসারী-দের মতে বলেছেন ***"মনরে যুগের কর্তা চূড়ামণি, রমিজ কয় সব জানাজানি, হাতের তলোয়ার দৈববাণী, তার সাথে কেউ টিকবেনা, সেই তলোয়ার ভক্ত সবার, পুরা করিবে বাসনা"।***

বাণী-১১ এর অংশ (স্বর্গের সুধা)

রমিজের বংশের সেজরা নামা বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর পূর্ব পুরুষগণ সবাই সূফী সাধক এবং সূফী ছিলেন।

গুরু রমিজ একেশ্বরবাদী, প্রেমবাদী ও অতীন্দ্রিয়বাদী ছিলেন। তাঁর **পূর্ব পুরুষগণ সূফীবাদে বিশ্বাসী ছিলেন**। স্বপ্ন অতীন্দ্রিয় সাধনের ফসল। ***গুরু রমিজ সৃষ্টিতত্ত্ব,গুরুতত্ত্ব,প্রেমতত্ত্ব,কর্মতত্ত্ব (কর্মবাদ) এবং স্বপ্নতত্ত্বকে একই সূত্রে বাঁধা বলে মনে করতেন।*** এই বিষয়গুলো স্রষ্টার তরফ হতে প্রেরিত স্বপ্ন যোগের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অতীন্দ্রিয় ও স্বপ্ন যোগের মাধ্যমে ঐশ্বরিক ঐক্য লাভ করাই গুরু রমিজের চরম লক্ষ্য ছিল।

রমিজ স্বপ্নকে স্রষ্টার তরফ হতে মানবের প্রতি আদেশ, ঈশারা বা ইঙ্গিত স্বরূপ মনে করতেন। *যারা স্বপ্ন সাধনের উচ্চমার্গে পৌঁছতে পারেন তাঁরা স্বপ্নের চুলচেরা বিশ্লেষণ দিতে পারেন। উক্তরূপ মহামান্য সাধক*

গণের সঙ্গ করতঃ নিজ কর্ম ও কর্মফলের বর্তমান, ভূত ও ভবিষ্যৎ জেনে শুনে আত্মসাধনে সুফল পাওয়া যায়।

গুরু রমিজ একাধারে চব্বিশ বছর নিজ গৃহে (বর্তমান রমিজ ভবনের দোতলায়) অবিরাম ধ্যান-যোগ সাধনায় মগ্ন ছিলেন। এ সাধনার সময় এবং তার অনেক পূর্ব হতেই তিনি ও তাঁর ভক্তবৃন্দ প্রাণী হত্যা বা জীব হত্যা করতেন না। তিনি ও তাঁর ভক্তবৃন্দ সম্পূর্ণভাবে নিরামিষ ভোজীতে পরিণত হন। একটি প্রাণীকে হত্যা করে খাদ্য লোভের জন্য তার মাংস উদরপূর্ণ করতঃ অন্য প্রাণী বা মানুষের হিতার্থে স্রষ্টার কাছে আবেদন করা যায় না। আত্মসংযমের নিমিত্তেও নিরামিষ ভোজনের বিধান অনুশীলন করা হয়। সর্বজীব তথা স্রষ্টাকে ভালোবাসা এবং তার জাতের সাথে লয় হওয়ার কারণেও জীব হত্যা বন্ধ করা হয়। এ কঠিন সাধনার ফলশ্রুতিতে তিনি স্রষ্টার কাছে যখন যা আবেদন করতেন সে অনুযায়ী অতীন্দ্রিয়ের মাধ্যমে (স্বপ্নের মাধ্যমে) তার ফলাফল পেতেন। আবার অতীন্দ্রিয় সাধনার অতি উচ্চতম মার্গে পৌঁছে তিনি স্রষ্টার কাছে আবেদন করতঃ তাঁর ভক্তদেরকে স্বপ্নযোগে আধ্যাত্মিক খবরাখবর, আদেশ, নিষেধ ইত্যাদি জানাতে সক্ষম হতেন। স্বপ্নযোগ ছিল তাঁর অধ্যাত্ম সাধনার হাতিয়ার স্বরূপ। তাই তিনি স্বপ্ন-যোগকে হাতের তলোয়ার দৈব-বাণী আখ্যায়িত করেছেন।